গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

"প্রিপারেশন অব ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান ফর ফোরটিন উপজেলাস" শীর্ষক প্রকল্পের প্যাকেজ -০২ এর শিবপুর উপজেলা, নরসিংদী এর খসড়া মহাপরিকল্পনার উপর গত ১১.১১.২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত ওয়ার্কশপের কার্যবিবরনী

সভাপতি	ড. খুরশীদ জাবিন হোসেন তৌফিক পরিচালক
সভার তারিখ	১১.১১.২০১৭
সভার সময়	সকাল ১১ টা
স্থান	সভা কক্ষ , শিবপুর উপজেলা পরিষদ ।
উপস্থিতি	উপস্থিতির তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' সদয় দ্রষ্টব্য

ওয়ার্কশপের ১ম পর্ব

১। Urban Thinker campus-2017 এর অধীনে "Innovation Identity and Designing of Intermediate Cities for the City We Need" শীর্ষক Urban Lab এর Participants এবং গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রনালয়ের অতিরিক্ত সচিব এবং নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর এর পরিচালক সহ শিবপুর পৌরসভার অর্ন্তগত পালপাড়াস্থ বাজার এর কলাগাছিয়া নদীর তীর পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শন শেষে শিবপুর উপজেলার উপজেলা পরিষদের কনফারেন্স কক্ষে Urban Lab এ সকলে মিলিত হন।

ওয়ার্কশপের ২য় পর্ব

২। অনুষ্ঠানের শুরুতে সভাপতির অনুমতিক্রমে সভার কাজ শুরু করা হয়। সভার শুরুতে সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। সভাপতি মহোদয় সকলকে নিজ নিজ পরিচয় প্রদানের অনুরোধ জানান। পরিচয় পর্ব সম্পন্ন হওয়ার পর ওয়ার্কশপের স্বাগত ভাষন দেন **প্রকল্প পরিচালক জনাব শাহীন আহম্মেদ**। পরবর্তীতে প্রকল্প পরিচালক, শিবপুর উপজেলার Draft Plan উপস্থাপন করার জন্য প্যাকেজ ০২ এর প্রকল্প ব্যবস্থাপক উদয় শংকর দাসকে কে আহবান জানান।

৩। প্যাকেজ-২ এর **প্রকল্প ব্যবস্থাপক উদয় শংকর দাস** প্রকল্পের Draft Plan এর মূল বিষয়গুলো Power Point এর মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। তিনি তাঁর উপস্থাপনায় Background & Objectives of the Project, Study Area Profile, Survey Stage-এ সম্পাদিত বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম যেমনঃ- Participatory Rapid Appraisal (PRA), Socio-economic Survey, Agricultural Survey, Formal & Informal Economic Survey, Traffic & Transportation Survey, Geological Survey, Hydro-logical Survey, GCP Collection, BM Pillar Construction and Establishment, Physical feature Survey, Land Use survey, Topographic Survey, Stakeholder consultation, Sub Regional Plan, Structure Plan, Urban Area Plan, Rural Area Plan and Action Area Plan ইত্যাদি বিষয়ে সচিত্র উপস্থাপন করেন।

৪। মতামত প্রদানের শুরুতেই ওয়ার্কশপের বিশেষ অতিথি ড. সুভাষ চন্দ্র বিশ্বাস , জেলা প্রশাসক ,

নরসিংদী বলেন যে, শিবপুর উপজেলার উন্নতির জন্য যে সব পরিকল্পনা দরকার তার সব কিছুই শতভাগ পূর্ণ হয়েছে এই প্ল্যানে। তবে কিছু জিনিস একটু বিশেষ ভাবে নজর দেয়া দরকার বলে তিনি উল্লেখ করেন। এখানে বেশ কিছু খাল এবং নদী মরেযাওয়ার কারনে কৃষি কাজের জন্য পানি সরবরাহ একটা বড় সমস্যা। ভূপৃষ্ঠের পানি কিভাবে কৃষক ব্যবহার করে কৃষি কাজ করতে পারে তা প্ল্যানে থাকতে হবে। নতুন কিছু জলাধার তৈরির প্রস্তাবনার কথা এবং পুটিয়াকে কিভাবে দূষণ মুক্ত করা যায় সে ব্যাপারে জানতে চান। যত্রতত্র যাতে উঁচু বাড়ি তৈরি করা না হয় সে জন্য প্ল্যানে নীতি থাকতে হবে। শিবপুরকে দূষণ মুক্ত উপজেলা হিসেবে গড়ে তোলার কথা বলেন। এ ব্যাপারে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বলেন যে, উক্ত প্ল্যানে ভূপৃষ্ঠের যে সব জলাধার এর আয়তন ০.২৫ একর এর বেশি সেগুলোকে সংরক্ষন করার জন্য প্রস্তাবনা দেয়া হয়েছে। যাতে করে কৃষক কৃষি কাজের জন্য পানি ব্যবহার করতে পারেন। যত্রতত্র যাতে উঁচু বাড়ি তৈরি করা না হয় তার জন্য নীতি প্রদান করা হয়েছে বলে জানান। প্রকল্প ব্যবস্থাপক বলেন যে, শিবপুর উপজেলার Water Retention Area ম্যাপ প্রনয়ন করা হয়েছে যাতেপানি সংরক্ষন করে কৃষক কৃষি কাজে পানি ব্যবহার করতে পারে।

৫। যোশর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান **জনাব রাসেল আহাম্মদ** বলেন যে, তার এলাকায় লেয়ার মুরগির ফার্ম এর ময়লা আর্বজনার কারনে পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে এবং এর জন্য Waste Transfer Station এর প্রস্তাব পেশ করেন। তিনি আরো বলেন যে, নরসিংদীর গ্যাস অন্য জেলার মানুষ ব্যবহার করে কিন্তু শিবপুরের মানুষ পায় না। গ্যাস যাতে শিবপুর উপজেলার মানুষ পায় তার ব্যবস্থা রাখার প্রস্তাব করেন এবং প্ল্যানে Cold Storage এর ব্যবস্থা আছে কিনা জানতে চান। এ ব্যাপারে প্রকল্প ব্যবস্থাপক বলেন যে,প্রস্তাবিত প্ল্যানে Cold Storage এবং Waste Transfer Station এর প্রস্তাবনা দেয়া হয়েছে।

৬. জয়নগর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান **জনাব নাদিম সরকার** বলেন যে, সেক্টর ধরে ধরে পরিকল্পনা করতে হবে, ভুমিক্ষয় রোধ করতে হবে, বালু উত্তোলন রোধ করতে হবে এবং বাংলাদেশের অন্যতম পর্যটন উপজেলা হিসেবে শিবপুরকে গড়ে তুলার প্রস্তাব পেশ করেন।

৭. শিবপুর উপজেলা আওয়ামী লীগ এর সাধারন সম্পাদক **আলহাজ্জ সামসুল আলম ভুইয়া রাখিল** বলেন যে, অল্প বৃষ্টিতে সৃষ্ট জলাবদ্ধতার কারনে পানি নিষ্কাশন এর ব্যবস্থা করতে হবে। তিনি বলেন যে, Culvert গুলো বন্ধ হওয়ায় পানি নিস্কাশনের ব্যবস্থা নাই। শিবপুর পৌরসভার Drainage Facility উন্নতির জোর তাগিদ দেন। কলাগাছিয়া নদীতে কারখানার বজ্র ফেলে পানি দূষিত করা হচ্ছে তা বন্ধ করতে হবে। নদী খনন করে পানি প্রবাহ বাড়াতে হবে। ভুমি উন্নয়ন অনুমতি যেন ইউনিয়ন থেকে নেওয়া হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। এ প্রসঙ্গে প্রকল্প ব্যবস্থাপক বলেন যে, জলাবদ্দতা দূর করতে Drainage প্ল্যান করা হয়েছে, কলকারখানা গুলো যাতে পানি দূষণ করতে না পারে সে জন্য প্রস্তাবিত প্ল্যানে প্রয়োজনীয় নীতি এবং কৌশল প্রদান করা হয়েছে।

৮. শিবপুর উপজেলা আওয়ামী লীগ এর সাংগঠনিক সম্পাদক **জনাব বিপ্লব চক্রবর্তী** বলেন যে, নদীর তীরকে সংরক্ষন করতে হবে এবং চিনাদি বিল এর দখল রোধ করতে হবে। এ প্রসঙ্গে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান জানান যে, নদীর তীরকে রক্ষা করার জন্য কলাগাছিয়া নদীর তীর ধরে ওয়াকওয়ের নকশা প্রদান করা হয়েছে এবং চিনাদি বিল এর দখল রোধ করার জন্য বিলকে পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার জন্য একশন এরিয়া প্ল্যান প্রনয়ন করা হয়েছে।

৯. শিবপুর উপজেলার জাতীয় পার্টির সভাপতি বলেন যে, প্ল্যান যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাস্তবায়ন এর কাজ শুরু করতে হবে।

১০. শেলটেক কনসালটেন্টস (প্রাঃ) লিমিটেড এর পরিচালক **আফসানা কামাল** উপস্থিত সবাইকে উপস্থাপিত খসড়া প্ল্যানের উপর গুরুত্বপূর্ন মতামত প্রদানের জন্য ধন্যবাদ প্রদান করেন।

১১. UTC Dhaka 2017 এর প্রতিনিধি জার্মানীর **Dr. Bernhard Muller**, Professor and Head of Chair for Spatial Development, Technische Universität Dresden । তিনি বলেন এটা আমার ঢাকার বাইরে প্রথম সফর। গ্রামের সুন্দর পরিবেশ দেখে আমি সত্যি অবাক হয়েছি। সব কিছুই অনেক সুন্দর। লেবুর ঘ্রান আমার অনেক পছন্দ হয়েছে , যেখানেই যাই না কেন এর ঘ্রান ভুলবো না। এত সময় এখানে যা যা দেখলাম বুঝলাম তা থেকে এটা বলতে পারি এখানে অনেক কাজ করা হয়েছে। পরিকল্পনাটি আন্তর্জাতিক মান মোতাবেক করা হয়েছে এবং প্ল্যানিং Standard অনুসারে করা হয়েছে। সবার অংশগ্রহণ এ প্লানিং এর এত কাজ হয়েছে তাদেখে তিনি অবাক এবং ইহা অবশ্যই প্রশংসার দাবিদার। প্ল্যান হচ্ছে যোগাযোগ এর একটা অন্যতম মাধ্যম । বিশাল প্ল্যান যেখানে শেষ সেখান থেকে আমাদের কাজ শুরু আর তা হলো প্ল্যান বাস্তবায়ন। এটা অনেক কঠিন কিন্তু তিনি আশা করেন যে, আমরা সবাই এক সাথে কাজ করলে তা সুন্দর মতো করা সম্ভব। প্ল্যান বাস্তবায়নের জন্য ৩ টা জিনিস খুব দরকার। (১) Funding একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং তার ব্যবস্থা সবাই মিলে করতে হবে। (২) সরকার সব কিছুর জন্য অর্থ দিতে পারবেনা , কিছু কাজ নিজেরাই করতে হবে। (৩) কোনটা আগে কোনটা পরে করবো তা ঠিক করতে হবে গুরুত্বের সাথে। তিনি বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতার আলোকে প্ল্যান বাস্তবায়ন এর কথা তুলে ধরেন। প্ল্যান কবে অনুমোদন হবে তার জন্য অপেক্ষা করলে চলবে না। আজ এই সময় থেকে বাস্তবায়ন এর কাজ শুরু করে দিতে হবে। তিনি বলেন যে, সরকার এর সাথে আপনারা সবাই মিলে এই প্ল্যান বাস্তবায়ন করবেন। তিনি আশা করেন যে, আবার ও ১০ বছর পরে শিবপুরে আসবেন এবং তখন এসে দেখবেন সব কিছু প্ল্যান মোতাবেক হয়েছে।

১২. নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর এর **পরিচালক ড. খুরশীদ জাবিন হোসেন তৌফিক** উপস্থিত সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলেন যে, শিবপুর উপজেলাকে পরিকল্পনা মোতাবেক গড়ে তুলতে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর এর সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে। তিনি বলেন যে, "নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা আইন-২০১৭" মন্ত্রী সভা কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে যা বাস্তবায়নের মাধ্যমে সারাদেশের ন্যায় শিবপুর উপজেলার প্ল্যান ও বাস্তবায়নে সহায়ক হবে।

১৩. ওয়ার্কশপের বিশেষ অতিথি শিবপুর উপজেলার উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান **জনাব মোঃ আরিফ-উল ইসলাম মৃধা** বলেন যে, শিবপুর উপজেলার খসড়া মহাপরিকল্পনাটিতে ডিজিটাল কারিগরী দিক যুক্ত করার জন্য নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরকে ধন্যবাদ জানান। তিনি প্রকল্প বাস্তবায়নের সর্বাত্বক সহযোগীতার আশ্বাস দেন।

১৪. ওয়ার্কশপের বিশেষ অতিথি গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের **অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ আখতার হোসেন** বলেন যে, শিবপুরের জনগন খুবই সৌভাগ্যবান যে, সারা বাংলাদেশের ১৪ টি উপজেলার একটি উপজেলা (শিবপুর উপজেলা) মহাপরিকল্পনা প্রনয়ন করা হয়েছে। একটা প্ল্যানের মূল বিষয় হলো তা বাস্তবায়ন করা। নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর প্ল্যান করে দিবে কিন্তু তা বাস্তবায়ন এর দায়িত্ব এই উপজেলার, পৌরসভা এবং ইউনিয়ন পরিষদের বলে তিনি মনে করেন। তিনি Professor Dr. Bernhard Muller সাহেব এর সাথে এক মত হয়ে বলেন যে, প্ল্যান বাস্তবায়ন এর কাজ আজ থেকে শুরু করতে হবে। তিনি উপজেলার মাসিক সভায় যে উন্নয়ন মূলক কাজের পরিকল্পনা করা হয় সে ক্ষেত্রে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রনীত প্ল্যানের সাথে সমন্বয় করে বাস্তবায়ন করার পরামর্শ দেন। তিনি জলাবদ্ধতা দূরীকরনে প্রনীত ড্রেনেজ প্ল্যান অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য জনপ্রতিনিধিদের অনুরোধ করেন। তিনি প্রস্তাবিত হাউজিং এর চিহ্নিত স্থানে multistoried building এবং কৃষি জমি হারানোর বিষয়ে পরিকল্পিত আবাসন সহ অনান্য স্থাপনা করার বিষয়ে দিক নির্দেশনা দেন। বাংলাদেশ ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে পরিনত হতে হলে পরিকল্পিতভাবে উন্নয়ন করার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন।

১৫. ওয়ার্কশপের প্রধান অতিথি নরসিংদী-০৩ (শিবপুর) এর মাননীয় সংসদ সদস্য **জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম মোল্লা**, ১৪ টি উপজেলার মধ্যে শিবপুরকে অর্ন্তভূক্ত করার জন্য নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরকে ধন্যবাদ জানান। তিনি প্রথমে জার্মানীর প্রফেসর বার্নাড মুলার কে শিবপুর আসার জন্য ধন্যবাদ জানান । তিনি ঢাকা শহরের উপর চাপ কমাতে জেলা, উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন যে, এই পরিকল্পনার শুরু থেকে আছেন এবং অনেক মিটিং এ তিনি মতামত দিয়েছেন এবং সেগুলো প্ল্যান এ আছে বলে সভাকে অবহিত করেন। তিনি কলাগাছিয়া নদীর তীরকে Recreation facilities হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানান। এবং এর পাশাপাশি নদী খননের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। তিনিকোথায় কোথায় কলকারখানা গড়ে উঠবে তা যেন প্ল্যানে থাকে সে বিষয়ে জোর দেন এবং পরিবেশ দূষন রোধে ETP Plant করা ও খাল-বিল গুলো সংরক্ষন করার বিষয়ে জোর তাগিদ দেন। Waste Transfer Station যেন প্রস্তাবনায় থাকে সে বিষয়ে আলোক পাত করেন । মাছিমপুর,দুলালপুর ইউনিয়ন এলাকায় বালু উত্তোলন বন্ধ করার পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করেন। তিনি শিবপুরে যে কোন উন্নয়ন পরিকল্পনা নেওয়ার আগে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রনীত পরিকল্পনাটির আলোকে বাস্তবায়নের জন্য সকলকে অনুরোধ জানান।

১৬. শিবপুর উপজেলার নির্বাহী অফিসার **জনাব শীলু রায়** বলেন যে, শিবপুর উপজেলাকে মডেল উপজেলা হিসেবে নির্ধারনের জন্য শিবপুর বাসী গর্বিত। তিনি উপজেলায় সড়ক দুর্ঘটনার হার কমাতে ইটাখোলা মোড় সহ অনান্য Risky এলাকাগুলোতে পরিকল্পনা করার কথা উল্লেখ করেন এবং সে মোতাবেক প্ল্যান বাস্তবায়নের বিষয়ে গুরত্ব আরোপ করেন। তিনি পাহাড়ী এলাকায় পর্যটন ভিত্তিক প্রস্তাবনার গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং তিনি আরো বলেন যে, কৃষি জমি বালু উত্তোলনের ফলে নষ্ট হচ্ছে। দুলালপুর ও মাছিমপুর ইউনিয়নে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন বন্ধ করার বিষয়ে এবং Industrial Pollution রোধ করার বিষয়ে গুরত্ব আরোপ করেন। তিনি পৌরসভার উন্নয়নে মেয়রের প্রযোজনীয়তার কথা তুলে ধরেন। সর্বশেষে তিনি প্রণীত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি আদর্শ শিবপুর গড়ার বিষয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সিদ্ধান্ত সমূহঃ

১। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান আলোচনায় উল্লেখিত সংশোধনী সমূহ Final Plan এ অন্তর্ভূক্ত করবেন।
২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত করতে হবে।

সভায় আর কোন আলোচনার বিষয় অর্ন্তভূক্ত না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ড. খুরশীদ জাবিন হোসেন তৌফিক
পরিচালক

স্মারক নম্বর: ২৫.৪৫.০০০০.০০০.১৪.০০৯.১৭.৬৫

তারিখ: ২ অগ্রহায়ণ ১৪২৪
১৬ নভেম্বর ২০১৭

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :
১) অতিরিক্ত সচিব, অতিরিক্ত সচিবের দপ্তর, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
২) জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নরসিংদী
৩) উপজেলা চেয়ারম্যান, শিবপুর উপজেলা পরিষদ, শিবপুর, নরসিংদী।

৪) উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা-শিবপুর, জেলা-নরসিংদী।
৫) সিনিয়র প্ল্যানার, টাউন প্লানিং, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
৬) সিনিয়র প্ল্যানার, থানা সেন্টার প্লানিং-২, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
৭) পরিচালক, শেলটেক কনসালটেন্টস (প্রাঃ) লি. ১/ই/২, পরিবাগ মাজার রোড, শাহবাগ, ঢাকা।

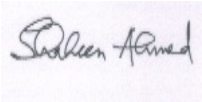

জনাব শাহীন আহম্মেদ
সিনিয়র প্ল্যানার